অনলাইন ট্রেড লাইসেন্সকে ঘিরে বিড়ম্বনা

পঞ্চায়েত এলাকায় অনেক জায়গায় সরকারি জমিতেই দোকান, ব্যবসা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে গত বছর থেকে অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্সের ব্যবস্থা করেছে সরকার। কিন্তু আর্থিক বছরের শেষ লগ্নে এসে দেখা যাচ্ছে, এই পরিষেবার মাধ্যমে বহু ব্যবসায়ী সরকারি জমি দখল করে ব্যবসা করছেন। এমনই অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে। অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স বের করে সরকারি জমিতেই চলছে ব্যবসা। অনলাইনে যেহেতু সব বিষয় যাচাই করার সুযোগ নেই, সেই ফাঁককে কাজে লাগিয়ে ট্রেড লাইসেন্স বের করে নিচ্ছেন অনেকে। এক্ষেত্রে পঞ্চায়েত কার্যত নিরুপায়। তারা সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছে না। কিছু বলতে গেলে পাল্টা কথা শুনতে হচ্ছে পদাধিকারী ও অফিসারদের।

সোনারপুর ব্লকের এক পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, আগে যখন ব্যবসায়ীরা আসতেন ট্রেড লাইসেন্সের জন্য, তখন প্রতিটি নথি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার সুযোগ ছিল। সরকারি জমি হলে আগেই আবেদন নাকচ করা হতো। এখন অনেকে অনলাইন পোর্টালের কিছু খামতিকে কাজে লাগিয়ে ট্রেড লাইসেন্স বের করে নিচ্ছেন। পরে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা পিডব্লুডি বা সেচদপ্তরের জমি দখল করে দোকান করে ব্যবসা করছেন। বারুইপুরের আরেক প্রধানের কথাতেও উঠে এসেছে এই উদ্বেগের কথা। সরকারি জায়গায় ব্যবসা করার ঝোঁক বেড়েছে। অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্সের আবেদন খুঁটিয়ে পরীক্ষার সুযোগ নেই। তাই এই সমস্যা।

এদিকে, অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্সের কারণে আয় অনেকটাই কমে গিয়েছে পঞ্চায়েতগুলির। প্রধানদের বক্তব্য, এখন একবার আবেদন করলে তিন বছরের মেয়াদ থাকে ট্রেড লাইসেন্সের। ব্যবসায়ীদের দিতে হয় মাত্র ১৫০ টাকা। আগে প্রতি বছর পুনর্নবীকরণ করতে হতো। ফলে প্রতি বছর টাকা নেওয়ার সংস্থান ছিল। এক প্রধানের কথায়, ঘাটতির পরিমাণ বছরে চার থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা। অন্য এক পঞ্চায়েতের প্রধান বলেন, আগের তুলনায় এই খাতে আয় কমেছে অর্ধেকের বেশি।